পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা

১১ই, অগ্রহায়ন, ১৩৮৪ বাংলা : ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৭ ইং : ১৮ই জিলহজ্জ, ১৩৯৭ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৩০শে নভেম্বর ১৯৭৭ ইং | ৩১শ বর্ষ ১৪শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃ:
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা:) ভাবানুবাদ : মৌ: মোহাম্মদ, আমীর, বা: আ: আ:	১
০ হাদিস শরীফ : নামায—শর্তাবলী ও অদব	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
০ অমৃতবাণী : 'জুময়া এবং ঈদ চাইতেও অধিকতর মোবারক এবং খুশীর দিন'	হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ:) অনুবাদ : মৌ: আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মদ	৭
০ খোদ্দামের কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমায় হযরত খলিফাতুলমসীহ্‌র উদ্বোধনী ভাষণ	অনুবাদ : মৌ: আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৮
০ খোদ্দামের কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমায় হযরত খলিফাতুলমসীহ্‌র সমাপ্তি ভাষণ	, মৌ: আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১২
০ বাংলাদেশ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমার রিপোর্ট		১৪
০ হযরত ঈশা (আ:)-এর মৃত্যুর বিষয়ে লণ্ডনে আন্তর্জাতিক মহা সম্মেলন	জনাব বি, এ, রফিক, ইমাম, লণ্ডন মস্ক্‌ অনুবাদ : মৌ: আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২১
০ ঈদ মোবারকবাণী	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.)	২৪

ঢাকা কেন্দ্রীয় মসজিদের নির্মাণ কার্য

উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে উপনীত

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে ঢাকা দারুত তবলীগে বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদটির অর্ধনির্মিত নীচতলার সম্মুখস্থ অংশের ছাদ ও চত্তর ইত্যাদির নির্মাণ কাজ ঈদুল আযহার পূর্বেই সুসম্পন্ন হওয়ায় এবার ঈদুল আযহার নামায সেখানে আদায় করা হয় এবং সম্পূর্ণ নীচতলাটি ঈদের নামাযে যোগদানকারী মুসল্লীগণে ভরিয়া যায়। আল হামদুলিল্লাহ।

এখন উপরতলার দুই তৃতীয়াংশ ছাদ নির্মাণের পর্যায়ে মসজিদটি আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের ত্বরিত কুরবানীর অপেক্ষায় রহিয়াছে। আল্লাহতায়ালা সকলকে তাঁহার মনোনীত খলিফার ডাকে সাড়া দিয়া যথোপযুক্ত সময়োপযোগী কুরবানী পেশ করার এবং আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে মসজিদের নির্মাণকাজ সুসম্পন্ন করার সৌভাগ্য অর্জনের তৌফিক দান করুন। আমিন। সকলের ওয়াদা-কৃত টাকা সত্বর কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রেরণ করুন। জাযাকুল্লাহতায়ালা আহ্‌সানালজযা।

জিল্লুর রহমান খান

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা

১৫ই অগ্রায়ণ ১৩৮৪ বাং : ৩০শে নভেম্বর ১৯৭৭ ইং : ৩০শে নবুওত, ১৩৫৬ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত) —মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২। শরীয়তের পরিধি কতখানি, উহা কোন কোন বিষয় হেদায়েত দেয় এবং কোন কোন বিষয়ে হেদায়েত দেয় না, এই বিষয়ে কোরআন মজিদ ব্যতিরেকে অপর সকল ধর্মগ্রন্থ নীরব। এই সব বিষয়ে একমাত্র কোরআন মজিদই আলোকপাত করিয়াছে। ইহা পরিষ্কার কথা যে শরীয়ত কতকগুলি ব্যাপারে দখল দেয়, আবার কতকগুলো ব্যাপারে দখল দেয় না। ইহাতে প্রশ্ন উঠে যে, ইহা যে বিষয়গুলিতে দখল দেয় না, সেই বিষয়গুলি কি ভুল করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা জানিয়া শুনিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। না, এই বিষয়েরও কোরআন মজিদ সমাধান দিয়াছে। এই কারণেই সকল ধর্মগ্রন্থের উপর কোরআন মজিদের ফজিলত।

৩। শরীয়ত থাকা সত্বেও মানুষের বিবেকের কি প্রয়োজন, অথবা বুদ্ধি থাকা সত্বেও শরীয়তের কি প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধান না করিলে শরীয়তের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইতে পারে না। যাহারা বুদ্ধিহীন তাহারা সব সময় সকল বিষয় সম্পর্কে মৌলবীদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া থাকে এবং তাহাদের ধারণা বিবেকের কোন প্রয়োজন নাই। এই ভ্রান্ত ধারণা বেশীর ভাগ ইউ-পিতে দেখা যায়। এই জন্য মৌলভীরা নিজ খেয়াল খুশী অনুযায়ী মসলা বানাইয়া লয়। আমার একজন বন্ধু একদা শিকারে গিয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি একটি হরিণ শিকার করেন। সেই মুহূর্তে একজন কৃষক দৌড়াইয়া তাহার নিকট আসিয়া বলিতে থাকে, "বাবুজি

আপনি কি ইহার জন্য তকবীর জানেন ?" তখন ডাক্তার সাহেব ইহার প্রতিউত্তরে বলেন, "ইহার জন্য সেই তকবীরই প্রযোজ্য, যাহা আমরা ছাগল কিংবা মোরগ জবাই করার সময় পাঠ করিয়া থাকি। এই কথা শুনিয়া কৃষক বলিয়া উঠে, "জ্বি না, প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক তকবীর আছে। আমাদিগকে মোল্লাজী হরিণ সম্পর্কে যে তকবীর শিখাইয়াছেন তাহা এই যে, "কেন তুমি মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতেছ ? তোমার জন্য লাঞ্ছনা, আমার জন্য ইজ্জত, আল্লাহু আকবার।" অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ধারণা এই যে, সকল বিষয়ের জন্য খোদাতায়ালার হুকুমাবলী রহিয়াছে এবং সেই জন্য তাহারা মৌলবীদের নিকট হইতে খুঁটি নাটি বিষয়ের মসলা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে যে, এই এই বিষয়ের বা অন্যান্য বিষয়ের জন্য খোদাতায়ালার কি হুকুম আছে। তাহাদের ধারণা মৌলবীরা প্রকৃত মসলা তাহাদের কাছে প্রকাশ করে না। অপর দিকে যাহারা প্রকৃত আলেম, তাহারা সেই ব্যক্তিকে সন্তোষজনক উত্তর দিয়া বলিবে ইহার জন্য তাহাই হুকুম আছে, যাহা অমুক বিষয়ের জন্য আছে। অপরদিকে জাহেল মৌলবী তাহার নিজ পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য নিজ তরফ হইতে কিছু বানাইয়া বলিয়া দিবে। হিন্দুস্থানের কতক অঞ্চলে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে যে প্রতিটি ঘরে একটি করিয়া ছুরি অবশ্যই রাখা থাকে, যাহার দ্বারা তাহারা জানোয়ার জবাই করিয়া থাকে। তাহারা বিসমিল্লাও পড়ে না এবং আল্লাহু আকবরও পড়ে না। ইহুদীগণের মধ্যেও এই প্রথা ছিল এবং আজও আছে। তাহাদেরও ঘরে অনুরূপ ছুরি রাখা আছে। উলেমা তাহার উপর একবার মাত্র তকবীর পাঠ করিয়া যায় এবং উহার দ্বারা তাহারা জানোয়ার জবাই করিয়া থাকে। নূতন করিয়া আর তকবীর পড়ার প্রয়োজন বোধ করে না। তাহারা বলিয়া থাকে, এই ছুরির উপর মৌলভী সাহেব তকবীর পাঠ করিয়া দিয়াছেন। সেই জন্য নূতন করিয়া তকবীর পাঠের প্রয়োজন নাই। ইহার বিপরীতে শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা বলিয়া থাকে, "আমাদের কাজের সহিত খোদাতায়ালার কি সম্পর্ক আছে, আমরা কি বুদ্ধিহীন ? খোদা তায়ালার হুকুমাবলী প্রাচীন কালের লোকদের জন্যই নাযেল করা হইয়াছিল। আমরা সকল বিষয়ে বিদ্যা বুদ্ধিতে পারদর্শী। সুতরাং সাধারণ মানুষ শরীয়তকে সেই গণ্ডির মধ্যে লইয়া যাইতে চাহে, যাহার মধ্যে খোদাতায়ালা লইয়া যাইতে চাহেন না এবং শিক্ষিত লোকেরা উহাকে সেই জায়গায় রাখিতে চাহে, যেখানে খোদা তায়ালা রাখিতে চাহেন না। এখন ইহা খোদাতায়ালার কাজ যে, তিনি বলিয়া দিবেন শরীয়ত থাকা সত্বেও মানুষের বিবেকের প্রয়োজন কেন ? এই সম্পর্কে কোরআন মজিদ ব্যতীত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম নহে। এখন আমরা ইহার ব্যাখ্যায় যাই। সর্ব প্রথম

হইল শরীয়তের সূত্র সমুহ। ইসলামে শরীয়তের সূত্র পাঁচ প্রকার নির্ধারণ করিয়াছে।

(১) ঈমান বিল্লাহ। ইহার মধ্যে আল্লাহ্ পাকের গুণাবলী, ফেরেশতা, নবীগণ, কাজা ও কদর, মৃত্যুর পর পূনরুত্থান অন্তর্ভূক্ত। এই বিষয়গুলির বিবরণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(২) এবাদত: ইহা তিন প্রকার হইয়া থাকে, (১) ইহার মধ্যে দেহ সঞ্চালন ও যিকরে ইলাহী অন্তর্ভুক্ত আছে, যথা নামায। (২) এবাদতে যিকরী, যথা যিকরে এলাহি (৩) এবাদতে যিকরী অর্থাৎ খোদাতায়ালার মহিমা এবং তাঁহার গুণাবলী স্মরণ ও মনন করা। কোরআন করীম এই সকল এবাদতের উল্লেখ করিয়াছে। ইসলামী নামায কিছু দৈহিক নড়ন চড়ন এবং কিছু যিকরের সমন্বয়ে গঠিত। ইসলামী নামাযের বৈশিষ্ট এই যে, উহার সমস্ত উঠা বসা অতি সৌজন্যপূর্ণ, উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং চিত্তপূর্ণ। ইহার মধ্যে ঐ সকল পদ্ধতি একত্রে অবলম্বন করা হইয়াছে, যেগুলি বিভিন্ন জাতি ভক্তি প্রকাশের জন্য অবলম্বন করিয়া থাকে যেমন ইরানী জাতি হাত ছাড়িয়া দাড়া নাকে ভক্তির চিহ্ন মনে করে, তুর্কী জাতি হাত বাঁধিয়া দাড়ানোকে ভক্তি প্রকাশের চিহ্ন মনে করে, হিন্দু জাতি বা অন্যান্য জাতি মস্তক অবনত করিয়া দাড়ানোকে ভক্তির চিহ্ন বলিয়া গণ্য করে, হিন্দুস্থান এবং আফ্রিকায় সেজদার ন্যায় ভুমিষ্ট হইয়া প্রণাম করাকে ভক্তি প্রকাশের নিদর্শন মনে করে, ইউরোপের জাতিসমুহ নতজানু হইয়া বসাকে ভক্তি প্রদর্শনের নিদর্শন বলিয়া মনে করে, হিন্দু এবং শিখ জাতি, যাহারা বর্তমানে পৃথক জাতি হইয়া গিয়াছে, প্রথম প্রথম যখন তাহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তাহাদিগকে বহু নিষেধ করা সত্বেও তাহারা আমার পায়ের উপর উপুড় হইয়া গড় করিত।

একজন শিখ ভদ্রলোক, যিনি হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-কে খুব সম্মান করিতেন, একদা কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "আপনার জামাত আমার উপর বড়ই জুলুম করিয়াছে।" আমার ধারণা হইল, হয়ত কোন ঝগড়া-ঝাটির ফলে কেউ তাহাকে মারিয়াছে, আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, "আপনি আশ্বস্ত হউন, আমি অতি সত্বর অনুসন্ধান করিয়া দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিব। এখন আপনি বলুন ঘটনা কি ঘটিয়াছে।" প্রত্যুত্তরে সে কহিল, "বেহেশতী মোকরেবাতে গিয়া মির্যা সাহেবের কবরের উপর আমি সেজদা করিতেছিলাম, তখন আহ্মদীরা আমাকে ধরিয়া সেখান হইতে বাহির করিয়া দেয়।" তখন আমি বলিলাম "তাহারা তো ঠিকই করিয়াছে। আমাদের ধর্মে ইহা নিষিদ্ধ।" তখন সে বলিল, "আমার ধর্ম আমার জন্য, আপনার ধর্ম আপনার জন্য। এ বিষয়ে আমার যাহা ইচ্ছা, তাহা করিবার আমার অধিকার আছে। তাহাদের কি অধিকার ছিল আমাকে বাধা দান করার?" এই বিষয়ে তাহাকে বহুক্ষণ ধরিয়া বুঝাইবার পর তাহার ক্রোধ উপশমিত হয়। ঠিক

এমনিভাবে আফ্রিকাতে কাহাকেও সম্মান প্রদর্শন করিতে সেজদা করা হয়। তুর্কীদের মধ্যে আমি দেখিয়াছি, যখন তাহারা মসনবী রুমী পাঠ করে, তখন তাহারা হাত বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হয়। ইরানে সোজা হইয়া দাঁড়ান সম্মান প্রদর্শনের চিহ্ন স্বরূপ গণ্য হয়। মোট কথা সকল জাতির মধ্যে সম্মান প্রদর্শনের জন্য কোন না কোন চিহ্ন নির্দিষ্ট আছে।

কিন্তু ইসলামী নামায এমন একটি অনুষ্ঠান, যাহার মধ্যে সকল জাতির মধ্যে নির্দিষ্ট ভক্তি প্রদর্শনের প্রতীক সমূহকে একত্রে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহার ফায়দা এই যে, একজন মোমেন এমনিই সারা নামাযে মানসিক প্রশান্তি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যখন কেহ নামাযে তাহার নিজ জাতীয় ভক্তি প্রদর্শনের আচারে পৌঁছিবে, তখন সে মনের মধ্যে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবে। খৃষ্টান জাতি নামাযের শেষভাগে আত্তাহিয়াতু পড়ার জন্য বসার অবস্থাকে পছন্দ করিবে। কারণ তাহাদের মধ্যে এরূপ বসার প্রথা রহিয়াছে। হিন্দুস্থানীরা সেজদা করার অবস্থাকে পছন্দ করিয়া থাকে, কারণ তাহারা সেজদার অবস্থায় একান্ত বিনয় ও বিগলিত ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে। ইরানিরা হাত ছাড়িয়া দাড়ানকে অতি বিনয় প্রদর্শন বলিয়া গণ্য করে। ইহুদীরা মস্তক অবনত করাকে একান্ত বিনয় প্রকাশের চিহ্ন বলিয়া মনে করে। অর্থাৎ যে কোন জাতির লোক যখন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়, তখন সে ইসলামী নামাযে নিজ রুহের প্রশান্তি লাভ করে।

এই বিষয়গুলি গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে, ইসলাম ধর্ম যে কত মহান তাহা অনুধাবন করা যায়। ইহার দ্বারা সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, সারা বিশ্ববাসী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইবে। অন্যান্য জাতি সমূহের উপাসনায় এই বিষয়গুলি এমন ব্যাপকতার সহিত এত সূক্ষ্ম ধারায় পরিদৃষ্ট হয় না। (ক্রমশঃ)

❋ ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে পার্থিব দুঃখ কষ্ট দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে। যে ভাবে পূর্বে মোমেনদেরকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং সাবধান থাকিও, কেননা এমন যেন না হয় যে তোমরা হোঁচট খাও। পৃথিবী তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না, যদি আকাশের সাথে তোমাদের সম্পর্ক দৃঢ় থাকে।

—কিশতিয়ে নূহ

❋ "তোমরা হযরত নবী করীম (সাঃ)-মারফত যে ঐশী ফরমান লাভ করিয়াছ উহা খেলাফতের মাধ্যমে চিরকাল কায়েম রাখ।" —হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৪। নামায—শর্তাবলী ও আদব।

১২৩। হযরত আবু আয়ুব রাযিআল্লাহু আন্হু বলেন: এক ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে আরয করিল, 'খোদার রসুল, এমন কোনো কাজ (আমল) বলুন যাহা আমাকে জান্নাতে লইয়া যায় এবং আগুন হইতে দূরে করে।" তিনি (সাঃ) বলিলেন "আল্লাহ্তায়ালার ইবাদত করিবে, তাঁহার সহিত কিছুই শরীক করিবে না, নামায পড়িবে, যাকাত দিবে এবং সেলাহ্-রেহমী অর্থাৎ আত্মীয় স্বজনের সহিত প্রীতি ও মহব্বতের সহিত বাস করিবে।" (বুখারী, কেতাবুল আদব')

১২৪। হযরত জাবের রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ইহা বলিতে শুনিয়াছেন: মানুষের ঈমান, শেরেক ও কুফরে' পার্থক্য করে—নামায ছাড়িয়া দেওয়া।",

['মুসলিম, কেতাবুল ঈমান, বাবু ইংলাকু ইস্মুস কুফরে আলামান্ তারাকাস সালাহ্',]

১২৫। হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, "আঁ-হযরত (সাঃ)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি: তোমরা কি মনে কর যে কাহারও দরজার পার্শে যদি জলপ্রপাত থাকে এবং সে উহাতে প্রত্যহ পাঁচবার স্নান করে, তবে তাহার দেহে কোনো ময়লা থাকিবে?' সাহাবাগণ আরয করিলেন: 'হে রসুলুল্লাহ, কোন ময়লা থাকিবে না। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: নামাযেরও এই অবস্থা। আল্লাহ্তায়ালা ইহার দ্বারা গোনাহ্ মাফ করেন এবং দুর্বলতা দূর করেন " ('বুখারী,)

১২৬। হযরত জাবের রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "পাঁচ নামায এমনই যেমন তোমাদের কাহারো দরজার নিকট পানিভরা নহর প্রবাহিত হয় এবং সে তাহাতে দিনে পাঁচবার গোসল করে। অর্থাৎ, তাহার শরীরে যেমন কোনো ময়লা থাকিতে পারে না, সেইরূপ পাঁচ বার নামায পড়িবার ফলে কাহারো রূহে কোন মল থাকিতে পারে না।" (মুসলিম,' 'কেতাবুল সালাত,')

১২৭। হযরত আনাস রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে, এক ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হইয়া আরজ করিল: 'আল্লাহ্র রসুল, আমি গোণাহ করিয়াছি। সাজা পাওয়ার যোগ্য।' নামাযের ওয়াক্ত হইয়াছিল। সেই ব্যক্তি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িল। নামায শেষ হওয়ার পরে সে নিবেদন করিল: রসুলুল্লাহ, আমি সাজা পাওয়ার যোগ্য। আমাকে আল্লাহ্তায়ালার কেতাব অনুযায়ী সাজা দিন।" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: 'তুমি কি আমার সঙ্গে নামায পড় নাই?' বলিল: 'জি, হুযুর, পড়িয়াছি।' তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: 'এই নেকীর বদলে, তোমাকে ক্ষমা করা হইয়াছে। 'নেকী' (পুন্য) গোনাহ বিলোপ করে।" ('বুখারী,')

১২৮। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: কিয়ামতের দিন প্রথম যে বিষয়ের হিসাব বান্দাহ্দিগের নিকট হইতে লওয়া হইবে, তাহা নামায। যদি হিসাব ভাল না হয়, তবে ব্যর্থতা ও ক্ষতি। যদি ফরযের কমি হয়, তবে আল্লাহ্তায়ালা বলিবেন: 'দেখ, আমার বান্দার কিছু নফল নামায আছে কি?" যদি নফল থাকে, তবে ফরযের কমি সেই নফলগুলি দ্বারা পুরা করা হইবে। সেইরূপ, তাহার বাকী 'আমল' দেখা হইবে এবং পরীক্ষা করা হইবে।"

('তিরমিযি,' কেতাবুস সালাত,)

১২৯। হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব রাযিআল্লাহু আনহু তাঁহার পিতার মাধ্যমে তাঁহার দাদা হইতে রেওয়ায়েত করেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যখন সন্তান সাত বৎসরের হয়, তখন তাহাদিগকে নামায পড়িবার তাকিদ করিবে, এবং যখন দশ বৎসরের হইয়া যায়, তখন কঠোরতা অবলম্বন করিবে এবং বিছানা পৃথক করিবে।" [আবু দাউদ, বাবু মাতা ইউমারুল গোলামু বিস্-সালহ্,' ১: ৭০ পৃঃ]

১৩০। হযরত উসমান বিন্ আফ্কান রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে, তিনি এক বার পানি আনাইলেন। তিন বার হাত ধুইলেন। তারপর তিন বার কুল্লি করিলেন, নাক পরিষ্কার করিলেন। তারপর, তিনবার তাঁহার চেহারা ধুইলেন। তারপর কনুই পর্যন্ত হাত ধুইলেন। অতঃপর মাথা মুছিলেন (মসাহ্) করিলেন। গোড়ালি পর্যন্ত তাঁহার পা ধুইলেন এবং এই প্রকারে ওযু পুরা করিবার পর বলিলেন, "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যে এই প্রকারে ওযু করে যেরূপ আমি করিয়াছি এবং তারপরে কোনো কথাবার্তা না বলিয়া দুই রাকায়াত নামায পড়ে, তাহার পুর্বকার গোনাহ্ মাফ হইবে।" (ক্রমশঃ)

('বুখারী' কেতাবুল ওযু)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ :

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

'জুময়া এবং ঈদ চাইতেও অধিকতর মোবারক এবং খুশীর দিন'

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি স্মরণ রাখিবেন যে, আল্লাহ্তায়ালা ইসলামে কোন কোন দিন এরূপ নির্ধারিত করিয়াছেন, যাহা নিতান্ত খুশীর দিন বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সেই দিনগুলিতে আল্লাহ্তায়ালা কল্পনাতীত বরকত ও কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হইল জুমার দিন। এই দিনটিও বড়ই মোবারক দিন। (হাদিসে) লিখিত আছে যে, আল্লাহ্তায়ালা হযরত আদমকে জুমার দিনেই পয়দা করিয়াছিলেন এবং সেই দিনেই তাঁহার তৌবা কবুল করিয়াছিলেন। এতদভিন্ন এই দিনটির আরও অনেক বরকত ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত আছে। তেমনিভাবে ইসলামে দুইটি ঈদ আছে। এই দুইটি দিনকে অতীব খুশীর দিন হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যেও আল্লাহ্তায়ালা অশ্চর্য ধরণের বরকত ও কল্যাণ রাখিয়াছেন। স্মরণ রাখিবে, এই দিনগুলি সন্দেহাতীতভাবে যদিও নিজ নিজ স্থানে মোবারক এবং খুশীর দিন, তথাপি উক্ত সকল দিন হইতেও অধিকতর মোবারক এবং আনন্দপূর্ণ আর একটি দিন আছে। কিন্তু দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতে হয়, মানুষ সেই দিনটির প্রতীক্ষাও করে না, উহার সন্ধানও করে না। অন্যথায়, মানুষ যদি সেই দিনটির কল্যাণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হইত, অথবা উহার পরোওয়া করিত, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে সেই দিনটি তাহাদের জন্য নিতান্তই মোবারক এবং সৌভাগ্যের দিন হিসাবে প্রতিপন্ন হইত এবং মানুষ উহার স্বতঃই সমাদার ও যত্ন করিত।

সেই কোন্ দিনটি, যাহা জুময়া এবং দুই ঈদ চাইতেও উত্তম এবং মোবারক দিন? আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, উহা হইল মানুষের তৌবার দিন, যাহা সব চাইতে উত্তম এবং প্রত্যেক ঈদ হইতেও শ্রেষ্ঠ। যদি বল, কেন? তবে শুন, এই জন্য যে মানুষের যে আমলনামা (কর্মলিপি) তাহাকে ধীরে ধীরে জাহান্নামের নিকটে লইয়া যায় এবং ভিতরে ভিতরেই সংগোপনে এলাহী-গজবের নীচে তাহাকে উপনীত করে, সেই দিন তাহার সেই ভয়াবহ আমলনামাকে ধৌত করিয়া দেয়, মোচন করিয়া দেয় এবং সেই দিন তাহার গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য ইহার চাইতে আর কোন্ দিনটি খুশী এবং ঈদের দিন বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে, যাহা তাহকে অনন্ত জাহান্নাম এবং অনন্ত এলাহী-গজব হইতে পরিত্রাণ দান করে?

(তকরীর (ভাষণ), ২৮শে আগষ্ট ১৯০৮ইং)

অনুবাদ: মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

এর পর ইহাতে কিছু কিছু শৈথিল্য ও মন্থরতা পরিলক্ষিত হয়, কিছু বদ-আসর ও কুপ্রভাবও বিস্তার লাভ করে কিন্তু তাহা সত্বেও উম্মতে-মুসলেমার মধ্যে এরূপ একাংশ সর্বদা বিদ্যমান থাকে যাহারা নিজদিগকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত ও আত্মোৎসর্গিকৃত করিয়া রাখে, এমনকি 'ফয়েজে-আ'ওয়াজ' বা বক্র-যুগেও আমরা প্রবাহমান নদীর ন্যায় আল্লাহর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তগণের কাফেলা সদাসক্রিয় দেখিতে পাই। মোট কথা, সামগ্রিক ভাবে কখনও কিছু অগ্রগতি, আর কখনও পাশ্চাদপদতার এই বিচিত্র অবস্থা জোঁয়ার-ভাটার মত অব্যাহত থাকে, এমনকি পরিশেষে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সেই যুগ উপস্থিত হইল, যে যুগে নেকী ও বাদী, পাপ ও পুণ্য এবং নুর ও যুলমতের মধ্যে শেষ ও চূড়ান্ত সংগ্রাম নির্ধারিত ছিল।

হুজুর বলেন, এই আখেরী যামানার সন্নিকটে আমরা তিনটি বিরাট অনৈস্লামিক বিপ্লবী আন্দোলন প্রত্যক্ষ করি: অর্থাৎ (১) পুঁজীবাদ ব্যবস্থা, যাহার মাধ্যমে মুদ্রণ ও প্রচার প্রকাশনা এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব আবিষ্কারসমূহ মানবজাতিকে একে অন্যের নিকটবর্তী করিয়া দেয় এবং এইভাবে উহা ইসলামী বিপ্লবের পথকে অনেকটা সমতল ও সুগম করে ; (২) বলষভিক (রাশিয়ান) বিপ্লব, যাহা পুঁজবাদ ব্যবস্থারই অধিকতর জ্ঞানমূলক গবেষণাকে অগ্রগতি দান করে। যদিও ইহা অনেকটা ক্ষতও সাধন করিয়াছে, তথাপি এই বিপ্লবও ইসলামের রুহানী বিপ্লবের অগ্রগতির কারণ ঘটায় ; (৩) চীনা সোশেলিজমের দ্বারা সৃষ্ট নৈতিক বিপ্লব, যাহা পূর্ববর্তী বিপ্লবদ্বয়ের ইমারতের তৃতল বলিয়া আখ্যায়িত হইতে পারে। ইহাও ইসলামী বিপ্লবের অগ্রগতির সহায়ক সাব্যস্ত হয়। হুজুর বলেন, ইসলামের মহান রুহানী বিপ্লবের চরম উন্নতি ليظهره على الدين كله—আয়াতে বর্ণিত সুসংবাদ অনুযায়ী রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের এক মহান রুহানী সন্তান—ইমাম মাহদী (আঃ)-এর যামানায় অবধারিত ছিল, আখেরী যামানায় যাঁহার আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল এবং যিনি তাঁহার প্রভু ও নেতা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি এতই প্রেম রাখিতেন যে, তাঁহার চিত্ত ও আত্মা হইতে এ কথাই উৎসারিত হইতে থাকে যে, 'আমি তুচ্ছ, আমার কোনই অস্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য বা স্বকিয়তা নাই।' এই সেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ), যিনি ইসলামের সেবক জামাত (আহমদীয়া জামাত) কায়েম করিয়াছেন, যাহারা দোওয়া, কুরবানী ও আত্মোৎসর্গ, মুজাহেদা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে ইসলামের এই মহান রুহানী বিপ্লবকে পূর্ণ রূপায়ণ ও

উন্নতির চরম শিখরে উপনীত করিবে। আপনারা সকলেই (খোদ্দামুল আহমদীয়া) সেই জামাতের সদস্য। আপনাদিগকে নিজেদের সবকিছুরই কুরবানী আল্লাহ্‌তায়ালা সমীপে পেশ করিতে হইবে। আপনাদের কর্ত্তব্য, একদিকে তো আপনারা নিজেদিগকে সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছ (একান্ত বিনয়ী) বলিয়া জ্ঞান করিবেন, আর অপরদিকে এই ঘোষণা করিবেন যে আমাদের খোদা অনন্ত কুদরত ও পরাক্রমশালী খোদা; আমরা যে খাতামাল-আম্বিয়া (সাঃ আঃ)-এর এশ্‌ক ও প্রেমে বিভোর, তাঁহার রুহানী কল্যাণ-প্রবাহ সীমা-পরিসীমার বন্দীত্বের উর্ধে এবং কেয়ামতকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

হুজুর বলেন, এই হইল আপনাদের মোকাম ও মর্যাদা এবং এই সকল আপনাদের দায়িত্ব ও জিম্মাদারী। এই দায়িত্বাবলী আমরা দোওয়ার দ্বারাই সুসম্পন্ন করিতে পারি। এই জন্যই, আমি খোদ্দামের এবারের ইজতেমাকে বিশেষভাবে দোওয়া ও যিকরে-এলাহী এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের ইজতেমা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছি। আমরা আমাদের নিছক প্রচেষ্টার দ্বারা জগৎব্যাপী মানবহৃদয়কে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর উদ্দেশ্যে জয় করিতে সক্ষম নই, যতক্ষণ পর্যন্ত না আসমানের ফেরেশতাগণ আমাদের সহায়ক হয়েন। কিন্তু এই সকল ফেরেশ্‌তার সাহায্য ও মদদ হাসিল করার জন্য জরুরী যে, আমরা শুধু নিজেরাই নয়, বরং আমাদের অনাগত প্রত্যেক ভবিষ্যৎ বংশধরও যেন নিজেদের দায়িত্বাবলী উপলব্ধি করে এবং তদনুযায়ী কুরবানী পেশ করে। দোওয়ার উপরে আমাদের অনেক বেশী জোর দোওয়া উচিৎ, দোওয়া শুধু নিজেদের জন্যই নয়, বরং সেই সকল লোকের জন্যও, যাহারা আমাদিগকে নিজেদের দুশমণ বলিয়া মনে করে। আমাদের উচিত প্রত্যেক ব্যক্তির ভালাই ও কল্যাণের জন্য দোওয়া করা এবং সক্রিয় চেষ্টা করা।

হুজুর বলেন, নিজেদের মোকাম ও মর্যাদার মাহাত্ম্য এবং নিজেদের দায়িত্বাবলী উপলব্ধি করার জন্য হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী পাঠ করাও একান্ত জরুরী। তাঁহার কিতাবসমূহ কুরআন করীমেরই তফসীর বিশেষ কিম্বা হযরত নবী (সাঃ আঃ)-এর আহাদিসের ব্যাখ্যা স্বরূপ। কেননা, কুরআন করীম কেয়ামত কাল পর্যন্ত সকল যুগের জন্য শেষ ও পূর্ণতম হেদায়েত এবং কোন জননী এরূপ কোন মানব সন্তান প্রসব করে নাই এবং কখনও করিতে পারে না, যে উহার মধ্য হইতে কোন কিছু বাদ দিতে পারে বা উহার মধ্যে কোনকিছু সংযোজিত করতে পারে। এমনকি উহার কোন একটি বিন্দু-বিশর্গও রহিত (মনসুখ) হইতে পারে না। কিন্তু আমাদিগকে পবিত্র কুরআনে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা সঠিক ও সাম্যক উপলব্ধি করিবার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পেশকৃত তফসীর এতই মহান ও গুরুত্বপূর্ণ যে যতই উহা পাঠ করা হউক না কেন, ততই তাহা অপর্যাপ্ত, এবং প্রত্যেকবার উহাতে নিত্যনুতন অর্থ ও কুরআনী মায়ারেফ বা সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব প্রতিভাত হয়। (বাকী অংশ ১৩ পৃঃ দেখুন)

খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয়
সালানা ইজতেমায়
হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আ:ই:)-এর
সমাপনী ভাষণ

"ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের বর্ত্তমান যুগ আবর্তনের বুনিয়াদী চাহিদা ও তাকিদ এই যে, আমাদের মধ্যে যেন পূর্ণ ঐক্য এবং আমাদের পারকল্পনা ও কর্মসূচীর মধ্যে যেন পূর্ণ একাগ্রচত্ততা বজায় থাকে।"

"এই চাহিদা ও তাকিদের পূর্ণ বাস্তবায়ন একমাত্র খেলাফতের সেই চিরস্থায়ী আসমানী নেযাম (ব্যবস্থা) দ্বারাই সাধিত হইতে পারে, যে খেলাফত নেযামের মাধ্যমে এখন 'তাজদীদে-দ্বীন' বা ধর্মের সংস্কার-কার্যের সম্পাদন নির্ধারিত হইয়াছে।"

রবওয়া, ৬ই নভেম্বর—আজ সন্ধ্যায় খোদ্দামুল আহমদীয়ার তিন দিন স্থায়ী বরকতপূর্ণ কেন্দ্রীয় সালানা ইজতেমা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও করমে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হয়। এই ইজতেমা, যাহাকে সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) যিক্‌রে এলাহী, দোওয়া এবং আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর প্রতি দরূদ প্রবণের ইজতেমা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিলেন, ইহার এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে যে, ইহার সামাপনী অধিবেষণে আমাদের প্রিয় ইমাম এবং সৈয়দনা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর মনোনীত বরহক খলিফা (আইঃ) তাঁহার অতীব সারগর্ভ ঈমান উদ্দীপক পবিত্র সমাপ্তী ভাষণে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং অনুপম ধারায় 'খেলাফতের' মোকাম ও মর্যাদার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, সৈয়দনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহুহে আলাইহে ওসাল্লামের দ্বারা অভ্যোত্থীত মহান রুহানী বিপ্লব যেহেতু যামানার দিক দিয়া উহার দ্বিতীয় যুগ-আবর্তনে চরম উন্নতির সেই সকল পর্যায়ে পদার্পন করিতেছে যে পর্যায়ে মানবজাতি উম্মতে-ওয়াহেদা—একমাত্র মানবমণ্ডলীতে পরিণত হইয়া ইসলামের মহান পতাকার নীচে সমবেত হইবে এবং ليظهره على الدين كله—আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পুর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে, সেইহেতু এই

যুগ-আবর্তনের দুইটি বুনিয়াদী চাহিদা ও তাকিদ এই যে, (১) মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জামাতের মধ্যে যেন পূর্ণ ও অটুট ঐক্য কায়েম থাকে এবং উহাতে কোনরূপ ত্রুটি ও বিচ্যুতির লেশমাত্র না থাকে ; (২) গালাবায়ে-ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের প্রতিশ্রুত প্রাধান্য বিস্তার কল্পে যে সকল পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গৃহীত হয়, উহাদের মধ্যে পূর্ণ একাগ্রচিত্ততা বজায় থাকা আবশ্যক। হুজুর বলেন, এই উভয় বুনিয়াদী তাকিদ ও চাহিদার পূর্ণ বাস্তবায়ন একমাত্র খেলাফতের সেই চিরস্থায়ী আসমানী নিযামের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে, যে, খেলাফত নেযামের মাধ্যমে এখন 'তাজদীদে-দ্বীন' বা ধর্মের সংস্কার-কার্য সাধিত হওয়া অবধারিত হইয়াছে। কেননা, এই খেলাফত সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর খেলাফত, যাঁহাকে আল্লাহ্তায়ালা হযরত রসুল আকরাম [সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামঃ]-এর কুওয়াতে কদসীয়া (পবিত্রকরণ শক্তি)-এর কল্যাণে 'শেষ হাজার বৎসরকালের মুজাদ্দিদ' এবং 'খাতামাল-খুলাফা' বলিয়া আখ্যা দান করা হইয়াছে। [অসমাপ্ত—পূর্ণ বিবরণ আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য]

(আল-ফজল ৭ই নভেম্বর ১৯৭৭ইং হইতে অনুদিত) —আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

উদ্বোধনী ভাষণের অবশিষ্টাংশ

(১১ পৃষ্ঠার পর)

পরিশেষে হুজুর বলেন যে, সেইহেতু খোদ্দাম তাহাদের মোকম ও মর্যাদার গুরুত্ব উপলব্ধি করুন। তারপর দোওয়ার উপরে জোর দিন ; আল্লাহ্তায়ালা আপনাদিগকে এবং আমাকেও রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর প্রকৃত ও সাচ্চা খাদেমে পরিণত করুন, যাহাতে হযরত ইমাম মাহ্দী আঃ)-এর জামাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং সারা দুনিয়া উম্মতে-ওয়াহেদায় পরিণত হইয়া রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর পতাকার নীচে সমবেত হয়। (আল ফজল, ৫ই নভেম্বর, ১৯৭৭ হইতে অনুদিত)

—মোঃ আহ্মদ সাদেক মাহমুদ

---

০ "প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয় তোমরা তাকওয়ার সহিত নিশা যাপন করিয়াছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় তোমরা সততার সহিত দিন যাপন করিয়াছ"

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার

৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমার রিপোর্ট

অল্লাহ্তায়ালার অশেষ ফজল ও রহমে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমা ঢাকা দারুত তবলীগে খুবই সাফল্য সহকারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৮, ২৯ ও ৩০শে অক্টোবর যথাক্রমে শুক্র শনি ও রবিবার অনুষ্ঠিত এই ইজতেমার বিভিন্ন শিক্ষা ও তরবীয়তমূলক কার্যসূচীতে বাংলাদেশের ২৯টি মজলিস হইতে ১৫১ জন খোদ্দাম এবং ৬১ জন আতফালও (মোট ২১২ জন) অংশ গ্রহণ করে। ইহা ছাড়াও করাচী মজলিসের ২ জন আতফাল এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করে। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এ বৎসর অংশগ্রহণকারী মজলিসের সংখ্যা এবং খোদ্দাম ও আতফালের সংখ্যা আল্লাহর ফজলে অনেক বেশী।

অংশগ্রহণকারী মজলিস সমূহের নাম :

ঢাকা মজলিস, ময়মনসিংহ মজলিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিস, কুমিল্লা মজলিস নরায়ণগঞ্জ মজলিস, ধানীখোলা মজলিস, চট্টগ্রাম মজলিস তেজগাঁও মজলিস, তেরগাঁতী মজলিস, ক্রোড়া, ঘাটুরা, হোসনাবাদ, নাসেরাবাদ, (কুষ্টিয়া), রংপুর, জামালপুর (সিলেট), সুন্দরবন, কটিয়াদী, খড়মপুর, মুন্সিগঞ্জ. রেকাবীবাজার, খুলনা, বীর পাইকশা, নাটাই, শাহবাজপুর, শ্যামপুর (রংপুপুর), আহমদ নগর, বলারদিয়ার (ময়মনসিংহ), বাশারুক এবং তারুয়া মজলিস

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : (২৮শে অক্টোবর)

২৮শে অক্টোবর জু'মার নামাযের পর ইজতেমার উদ্বোধন করেন মোহতরম জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব, আমীর, ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়া। উল্লেখ্য, যে, পুর্বে-প্রোগ্রাম অনুযায়ী বাংলাদেশ অঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর সাহেবের উদ্বোধন করার কথা ছিল—কিন্তু তিনি বিশেষ ভাবে অসুস্থ থাকার জন্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রোগ্রামেও অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁর দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য ইজতেমার উদ্বোনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সমবেত ভাবে দেওয়া করা হয়। বর্তমানে তিনি আল্লাহ্র ফজলে সুস্থ আছেন।

বাদ জুমা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও আহাদ পাঠের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণে জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব খোদ্দাম ও আতফাল সহ জামাতের তরবিয়তী সংগঠন সমুহের কার্যসূচীর গুরুত্বের ব্যাখ্যা করেন এবং ইসলামের শিক্ষাকে নিজ নিজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, জুমার খেৎবায় সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ জামাত আহমদীয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তরবিয়তে আতফালদের গুরুত্ব ও উহার প্রণালী বিষদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

খাওয়া দাওয়ার জন্য সাময়িক বিরতির পর পুনরায় অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়। অতঃপর সমাগত খোদ্দাম ও আতফাল ভাইদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অভ্যর্থনা ভাষণে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব সদর জনাব খলিলুর রহমান সাহেব সর্বপ্রথমে আমীর সাহেবের অসুস্থতা সত্বেও ইজতেমার কামিয়াবীর জন্য তাঁর চিন্তা ভাবনা এবং সহানুভুতির কথা পেশ করেন এবং তার শীঘ্র রোগমুক্তির জন্য দোওয়ার আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি ইজতেমা সম্পর্কে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া হইতে প্রাপ্ত মোহতরম সদর সাহেবের পত্র পাঠ করিয়া শুনান। প্রসঙ্গতঃ তিনি ইজতেমার দিনগুলিতে নিয়ম শৃংখলা, ভ্রাতৃত্ববোধের ক্ষেত্রে বাস্তব আদর্শ অনুশীলন করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে আমাদের এই রুহানী জামাত এবং এই তরবীয়তী মজলিসের সাথে পৃথিবীর কোন সংগঠনের তুলনা হইতে পারে না। কেননা এই জামাত ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং পুনঃ প্রচারের জন্য স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর তিনি ইজতেমার কার্যসূচীর কতগুলো দিকের ব্যাখ্যা করেন, এবং শিক্ষ মুলক বিষয়গুলি হইতে অধিকতর ফায়দা লাভের জন্য সকলকে উৎসাহ দান করেন।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে উর্দু নজম পেশ করেন চট্টগ্রাম মজলিসের কায়েদ জনাব বি, এ, এম, এ, সাত্তার সাহেব। অতঃপর মজলিসের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক (মোতামদ) জনাব মোজাম্মেল হক সাহেব। পরবর্তী অনুষ্ঠান ছিল বিভিন্ন মজলিসের বার্ষিক কার্যাবলীর পর্যালোচনা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম ও ঢাকা মজলিসের বার্ষিক কার্যাবলীর রিপোর্ট সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করেন যথাক্রমে জনাব সফিউল আলম, জনাব বি. এ, এম, এ, সাত্তার এবং জনাব মোবশ্বেরুর রহমান। এই পর্যায়ে রাবোয়া হইতে আগত এবং রাবোয়া মজলিসের একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা সদর মুরুব্বী জনাব মহমুদ আহমদ সাহেব মজলিসের কার্যাবলী পরিচালনা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন যে, মজলিসের কর্মকর্তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হবে। আহমদীয়াতের বিজয় আসিবেই—কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে হইবে সেই বিজয়ে আমাদের অংশ কতখানি। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেকের ঘাড়ে তাহার আমল-নামা বাঁধা রয়েছে।

আতফালের খেলাধুলার জন্য কিছুক্ষণ বিরতি দেওয়া হয়। অতঃপর মাগরিবের নামায আদায় করা হয়। নামাযের পর হাদিসের দরস দেন মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী। অতঃপর তরবীয়তী বক্তৃতা দান করেন জনাব মাহমুদ আহমদ সাহেব। বিষয় ছিল নামাজের গুরুত্ব। তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস ও হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর শিক্ষার আলোকে নামাযের অপরিসীম গুরুত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

সাধারণ আলোচনা শীর্ষক অনুষ্ঠানে জনাব খলিলুর রহমান সাহেব ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে ম্যাপ ও চার্টের মধ্যমে অলোচনা করেন। তিনি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতে আহমদীয়া জামাত কর্তৃক বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুন-প্রচার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার বর্তমান যুগ পর্যন্ত একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পেশ করেন। অতঃপর জনাব মৌঃ মুহিবুল্লাহ সাহেব, সদর মুরুব্বী শিক্ষামূলক আলোচনা করেন এবং দোয়া করিয়া প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান (২৯শে অক্টোবর)

ভোর ৪টা হতে দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। আল্লাহর ফজলে তাহাজ্জুদের নামাযে সকল খোদ্দাম ও আতফাল উৎসাহের সংগে অংশগ্রহণ করে। তেমনি ভাবে ফজর নামায, দরসে কুরআন পাক এবং দরসে মালফুজাত—এই প্রোগ্রামগুলিতেও খোদ্দাম ও আতফাল মনোযোগ সহকারে অংশ নেয়। কুরআন পাকের দরস দেন মৌঃ মাহমুদ আহমদ সাহেব, সদর মুরুব্বী। অতঃপর ব্যক্তিগত পড়াশুনা বিশ্রাম ও নাস্তার জন্য—দুই ঘন্টা সময় দেওয়া হয়।

সকাল সাড়ে নয়টায় হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক রচিত "খৃষ্টান সিরাজুদ্দীনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর" শীর্ষক পুস্তক অবলম্বনে বিশেষ আলোচনা শুরু করেন আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব এবং মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব। জনাব চৌধুরী সাহেব আলোচ্য পুস্তিকাটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেন। জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব পুস্তিকাটি সম্বন্ধে কিছু দিন আগে গৃহিত তালীমী পরীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং এই জাতীয় পরীক্ষার গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। আলোচনার শেষ পর্যায়ে প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থাও ছিল।

প্রতিযোগীতা ঃ

এই দিনে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। (১) পয়গাম রেসানী (সংবাদ প্রেরণ) (২) বক্তৃতা প্রতিযোগিতা (খোদ্দাম ও আতফাল) (৩) তেলওয়াতে কুরআন পাক (খোদ্দাম ও আতফাল) (৪) নজম (খোদ্দাম ও আতফাল)

দুপুর বেলা যোহরের নামাযের পর তবলিগী মসলা-মাসায়েল সংক্রান্ত বিশেষ প্রশ্নোত্তর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনায় মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, মৌঃ মুহিবুল্লাহ সাহেব এবং আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব উত্তর দান করেন। প্রশ্নোত্তর সেসনে খোদ্দাম ভাইদের বিশেষ আগ্রহ এবং উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

এই দিনের আর একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল "Slow Cycle Race". সমবেত সবই এই খেলা বিশেষ উপভোগ করেছেন। খেলা পরিচালনা করেন আখতার হোসেন ও তাসদ্দুক হোসেন।

মাগরিবের নামাযের পর হাদীসের দরস দেন মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমূদ সাহেব। শিক্ষামূলক বক্তৃতা দান করেন জনাব মকবুল আহমদ খান। বিষয় ছিল: "হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ"। তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

অতঃপর একটি উর্দু নজম পেশ করেন জনাব হবিবুল্লাহ সাহেব। তরবীয়তি বক্তৃতা দান করেন মৌঃ মুহিবুল্লাহ সাহেব। তাঁর বিগয় ছিল সময়োপযোগী কুরবানীর গুরুত্ব'। তিনি বলেন যে কুরবানীর অর্থ হইল যার দ্বারা খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভ করা যায়। সময়োপযোগী কুরবানী পেশ না করার জন্য হযরত মুসা (আঃ)-এর কওমকে চল্লিশ বছর নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়েছিল। পবিত্র কুরআন সময়োপযোগী কোরবানীর উপার বিশেষ জোর দিয়েছে। খোদ্দামের আহাদ নামাতেও কোরবানীর জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে বলা হয়েছে।

ধর্মীয় ও সাধারণ জ্ঞানের আলোচনা অনুষ্ঠানে "মানষিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে আলোচনা করেন জনাব নজমুল হক সাহেব এবং কেন্দ্রীয় মজলিসের কাজ-কর্ম বিশেষতঃ ১৯৭৪ সালের ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন মৌঃ মাহমুদ আহমদ, সদর মুরুব্বী। এই ঘটনাবলীর সময় খোদ্দামুল আহমদীয়া যে গভীর আজ্ঞানুবর্তিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার নযীর পেশ করিয়াছেন এবং যেভাবে বিরুদ্ধবাদীরা পদে পদে নাজেহাল হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, তাহা তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। দোয়া অন্তে দ্বিতীয় দিনের কার্যসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান : (৩০শে অক্টোবর)

সেদিন ছিল রোববার। আবহাওয়া মেঘলা সত্বেও খোদার ফজলে ইজতেমার কার্যসূচীতে অংশগ্রহণকারী খোদ্দাম ও আতফালের উৎসাহ ও উদ্দীপনা অম্লান ছিল। নামাযে তাহাজ্জুদ ও ফজর সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয় পাক কুরআনের দরস দান করেন মৌঃ সলিমুল্লাহ সাহেব এবং মলফুজাতের দরস দেন মৌঃ মাহমুদ আহমদ সাহেব। বিশ্রাম ও নাস্তার জন্য দু'ঘন্টা বিরতির পর সকাল সাড়ে নয়টায় শুরু হয় হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ "ইসলামী ওসুল ফিলসফি" (ইসলামী নীতি-দর্শন) শীর্ষক পুস্তক অবলম্বনে বিশেষ আলোচনা বা সেমিনার। সর্বপ্রথম আলোচনা করেন জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। তাঁহার বিষয় ছিল—মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা সংক্রান্ত উক্ত পুস্তকে আলোচিত প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে। দ্বিতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে এই পুস্তকের আলোকে আলোচনা পেশ করেন জনাব আব্দুল বাতেন। আলোচ্য পুস্তক অবলম্বনে তৃতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেন জনাব আমীর হোসেন সাহেব। অংশগ্রহণকারী মজলিসের কার্যাবলীর পর্যালোচনায় গঠনমূলক প্রস্তাবাদি এবং সমস্যাবলী সম্বন্ধে আলোকপাত করেন—বিভিন্ন মজলিসের কায়েদ অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধি। এই আলোচনায় অংশ নেন—কটিয়াদি মজলিস, ময়মনসিংহ মজলিস, নন্দনপুর, নারায়ণগঞ্জ খুলনা, তেজগাঁও, আহমদনগর, রংপুর, শ্যামপুর এবং খড়মপুর মজলিস। অতঃপর বাংলাদেশ মজলিসের মোতামাদ, জনাব মোজাম্মেল হক এবং নায়েবে মাল জনাব শাহাবুদ্দিন সাহেব মজলিসের বিভিন্ন কার্যাবলী পরিচালনা, সংগঠন, অর্থ-বিভাগ, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে জনাব মাহমুদ আহমদ সাহেব (কেন্দ্রীয় মোহতামীম মোকামী) মজলিসের কার্যাবলীর গুরুত্ব ও পরিচালনা সম্বন্ধে নসিহতপুর্ণ ভাষণ দান করেন।

তরবীয়তী আলোচনা অনুষ্ঠানে নায়েব সদর মজলিস মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব "আহমদী" পত্রিকায় প্রকাশিত "খোদ্দাম আতফাল পাতা" সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং সমস্ত খোদ্দাম যেন এই পত্রিকা নিয়োমিত পাঠ করেন সে সম্বন্ধে যত্নবান হইতে বলেন। অতঃপর তিনি "তরবীয়তের গুরুত্ব" সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি ইসলামী শিক্ষা ও উহার বাস্তব অনুশীলনের পদ্ধতির বিশদ ব্যাখ্যা দান করেন। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য এবং মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের একটি রূপরেখা তিনি পেশ করেন প্রত্যেকটি পর্যায়ে সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং জামাতের কি কি কর্তব্য এবং কিভাবে তাহা পালন করা উচিত তাহা বিশদভাবে আলোচনা করেন।

আর একটি তরবিয়তী বক্তৃতা করেন জনাব এ, বি, এম সাত্তার সাহেব। তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল 'ঈমান ও আমল'। তিনি প্রকৃত মোমেনের পরিচয়, স্বরূপ, ঈমান ও সময়োপযোগী আমল বা সৎকর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআন, হাদিস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর শিক্ষার আলোকে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা পেশ করেন।

প্রতিযোগীতা ঃ

আলোচ্য দিনে—'দ্বীনি মালুমাত' অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞানের উপর পরীক্ষা লওয়া হয়। পরীক্ষায় সবাই উৎসাহের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেন। পরিচালনা করেন জনাব ওবায়দুর রহমান ভুঞা, আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং আমীর হোসেন সাহেব।

তবলীগি মসলা-মসায়েল :

এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মৌঃ মুহিবুল্লাহ সাহেব, আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং মোঃ খলিলুর রহমান। প্রথম দিনের মত আজও প্রশ্নকারী এবং শ্রোতাদের মধ্যে গভীর আগ্রহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

শিক্ষামূলক বক্তৃতা :

প্রথমে আলোচনা করেন জনাব আমীর হোসেন সাহেব, তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছিল : খেলাফতের গুরুত্ব। তিনি ইসলামে খেলাফাতের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর কয়েকটি ভবিষ্যৎদ্বাণীর পূর্ণতা।" আলোচনা করেন জনাব ওবায়দুর রহমান সাহেব। তিনি লেখারাম সংক্রান্ত ভবিষ্যৎদ্বাণী মৃত্যুপথ যাত্রী জলাতঙ্ক রোগাগ্রস্ত আবদুল করীমের আরোগ্য লাভ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। তৃতীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল : 'যিকরে হাবীব" অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আলোচনা। বক্তা ছিলেন—নায়েবে আমীর ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ-এর জীবনের ঘটনাবলীর তিনটি দিক সম্বন্ধে কতিপয় দৃষ্টান্ত পেশ করেন—(ক) মানুষের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি, (খ) রসুল প্রেম এবং (গ) খোদা প্রেম। চতুর্থ আলোচনার বিষয় ছিল—"কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব"। আলোচনা করেন জনাব শাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব। তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা

করিয়া কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পেশ করেন। তিনি বলেন যে পবিত্র কুরআন শিখিতে হইবে এবং অন্যদেরকে শিখাইতে হইবে—সেই দায়িত্ব আমাদের সকলের। এর ফলে আমরা আল্লাহ্‌তায়ালাকে লাভ করব—তাঁহার সঙ্গে আমাদের জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। আর এই ফল দ্বারাই কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা নিজেরাও উপলব্ধি করিতে পারিব।

সমাপ্তি অনুষ্ঠান :

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোবাশ্বের রহমান। নজম পেশ করেন জনাব হবিবুল্লাহ এবং জনাব মৌঃ সলিমুল্লাহ সাহেব। প্রতিযোগিতাকারী খোদ্দাম ও আতফালের মধ্য হইতে জনাব আবদুল বাতেন এবং শামসুদ্দিন আহমেদ বক্তৃতা দান করেন, বিষয় ছিল যথাক্রমে—(১) সিনেমার অপকারীতা এবং (২) নামাযের গুরুত্ব। অতঃপর মোহ্‌তারম জনাব আমীর সাহেবের উদ্দেশ্যে অতিমূল্যবান উপদেশপূর্ণ সমবেত খোদ্দাম ও আতফালের বাণীবদ্ধ টেপ বাজিয়ে শোনান হয়। পুরস্কার বিতরণের পূর্বে নায়েব সদর মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব সমবেত সকলের শুকরিয়া আদায় করেন এবং ইজতেমার জন্য যারা রাত-দিন খাটিয়াছেন, অর্থ ও উৎসাহ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের শুকরিয়া আদায় করেন। খোদ্দাম মজলিসের বিভিন্ন কর্মকর্তা ছাড়াও জনাব আবদুল মতিন সাহেব (নাটাই), জনাব মোঃ ইসমাইল বোখারী সাহেব এবং জনাব মোহাম্মদ সলিম মিঞা খুবই পরিশ্রম করিয়াছেন—আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করুন।

অনুষ্ঠানের সর্বশেষ বিষয় ছিল পুরস্কার বিতরণ। অধীর আগ্রহে খোদ্দাম বিশেষতঃ আতফাল ভাইগণ অপেক্ষা করিতেছিলেন এই মুহূর্তটির জন্য। একে একে বিজয়ীগণ এসে পুরস্কার নিলেন। পুরস্কার বিতরণ করলেন নায়েবে আমীর ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব। অতঃপর তিনি সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। তিনি ভবিষ্যতে যাহাতে আরও খোদ্দাম ও আতফাল ইজতেমায় শরীক হইতে পারেন তজ্জন্য আরো বেশী যত্নবান হইতে নির্দেশ দেন। যারা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিকেও তিনি প্রতিযোগিতা সমুহে আগামীতে আরো ভাল করার আহ্বান জানান। অতঃপর ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে তিনদিন ব্যাপী ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু বিষয়ে লণ্ডনে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন

—জনাব বি, এ, রফিক, ইমাম, লণ্ডন মস্ক্

ইংলণ্ডের জামাত আহমদীয়ার পক্ষ হইতে ১৯৭৮ সনের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠানের ঘোষণা করা হইয়াছে। উক্ত সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় হইবে—"Deliverence of Jesus from the Cross". এই অনুষ্ঠানে তিন দিনব্যাপী সেমিনার ব্যতীত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থ, পুস্তক, পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা ঐতিহাসিক দলীল পত্র ও চিত্রাদি এবং স্লাইডের প্রদর্শণীরও ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইবে। তেমনিভাবে রেডিও টেলিভিশন ও সংবাদ পত্র প্রভৃতির প্রতিনিধিদের জন্য প্রেস কনফারেন্স এবং বিশেষ সাক্ষাৎকারেরও ব্যবস্থা থাকিবে।

এই কনফারেন্স অনুষ্ঠানের কারণ এইভাবে ঘটিয়াছে যে বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বহু ওরিয়েন্টেলিষ্ট (প্রতীচ্যবিদ) এবং ঐতিহাসিকগণ হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবন, ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে তাঁহার পরিত্রাণ, ক্রুশের ঘটনার পর পূর্ব দিকে তাঁহার সফর এবং কাশ্মীরে খৃষ্টিয় ধর্ম ও কৃষ্টিগত চিহ্নাবলীর বিদ্যমানতার বিষয়ে উপর্যুপরি বহুল পুস্তকাদি প্রণয়ণ করেন এবং ইটালীর শহর টুরিনে সংরক্ষিত হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কিত কাফনের ঐতিহাসিক মুল্যায়ন বিষয়ে অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় গবেষণালব্ধ ফলাফল সর্বসাধারণ সমক্ষে প্রকাশিত হয়। খৃষ্টের উক্ত কাফন সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি লণ্ডনে খৃষ্টানগণের একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং ১৯৭৮ সালের মে মাসে উক্ত ঐতিহাসিক পবিত্র বস্ত্রের প্রদর্শণী এবং অধিকতর গবেষণা সমন্বয়ে একটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। উক্ত পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাসা করা যাইতেছে যে, আসন্ন ১৯৭৮ সালের প্রারম্ভকালে খৃষ্টজগত উক্ত বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া অত্যন্ত কোলাহল ও প্রাণচাঞ্চল্যপুর্ণ হইবে। অমুসলিম গবেষকবর্গের অনেকেই এখন এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, ক্রুশে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সংঘটিত হয় নাই এবং কবরে তাঁহাকে রাখাকালীন তিনি প্রকৃতপক্ষে জীবিত ছিলেন। অতঃপর তিনি পুর্ব দিকে আফগানিস্থান, কাশ্মীর ইত্যাদি এলাকায় সফর করিয়াছিলেন।

বর্তমানে হযরত মসীহের ঐতিহাসিক কাফনটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষিত হওয়া এবং খৃষ্টানগণের আলোচ্য সভা-সম্মেলন ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে প্রবল সম্ভাবনা এই যে, উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবধারা অধিকতর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং শীঘ্রই এক স্বীকৃত বাস্তব সত্যে পর্যবসিত হইবে।

যেহেতু হযরত মসীহ (আঃ)-এর ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে উদ্ধার, অতঃপর আকাশে উত্তোলন (رفع الى السماء)—এর মিথ্যা ভাবধারার গবেষণামূলক খণ্ডন সর্বপ্রথম জামাত আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) আল্লাহ্-তায়ালার নিকট হইতে সংবাদপ্রাপ্ত হইয়া অকাট্য ইতিবাচক দলীল প্রমাণাদের সহিত পেশ করিয়াছিলেন, সেইজন্য আমরা আহ্মদীগণের জন্য মসীহ্র কাফন সংক্রান্ত প্রমাণ ও নিত্য নূতন গবেষণা মূলক তথ্য এবং এ বিষয়ে অপরাপর সকলের ক্রমবর্ধমান উৎসাহ-উদ্দীপনা বিশেষ গুরুত্ব বহণ করে, অন্যান্যদের মধ্যে এমন কম ব্যক্তিই আছেন যাঁহারা উক্ত দৃষ্টিভঙ্গ বা ভাবধারাটি স্বীকার করার সময় এই ঐতিহাসিক সত্যটিও উল্লেখ করেন যে, সর্বপ্রথম এই সত্য উদঘাটন করিয়াছিলেন হযরত মীর্যা গোলাম আহ্মদ মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী কাদিয়ানী (আঃ), এবং হুজুর (আঃ)-এর সেই দাবী ঐশী-সাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সুতরাং ইংলণ্ডের জামাতে আহমদীয়া উক্ত বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতঃ একটি তবলীগি অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

ইহার প্রথম পর্যায়ে টুরিন কনফারেন্সের অব্যবহিত পরেই ১৯৭৮-এর জুন মাসের প্রথম সাপ্তাহে Ahmadiyya Conference on the deliverence of Jesus from the Cross (ক্রুশ হইত হযরত ঈসা (আঃ)-এর উদ্ধার সম্পর্কিত আহ্মদীয়া কনফারেন্স) ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইবে, এবং এই উপলক্ষে এই জোরালো বক্তব্য ব্যাপকভাবে প্রচার করা হইবে যে, উল্লিখিত সত্যের উদঘটনকারী হইলেন হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)। এবং হুজুর (আঃ) এর পেশকৃত অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের পরে যে সব গবেষণামূলক তথ্য এই ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত ও হস্তগত হইয়াছে, তাহা একত্রিত করিয়া জামাতের পক্ষ হইতে প্রদর্শন ও প্রচার করা হউক। এই উদ্দেশ্যে উক্ত কনফারেন্সের সময়ে :

(১) এই বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন শিরোনামায় রচনাবলী পাঠ করা হইবে ;

(২) এই বিষয়ের উপর লিখিত সকল পুস্তক ও উদ্ধৃতি যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া উহাদের প্রদর্শণীর ব্যবস্থা করা হইবে এবং একটি Select Bibliography প্রকাশ করা হইবে,

(৩) জামাত কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিতনিজস্ব লিটারেচার—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর গ্রন্থ "মসীহ হিন্দুস্থান মে" হইতে আজ পর্যন্ত যাহাকিছু প্রকাশিত হইয়াছে উহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত গ্রন্থাবলী পুনঃপ্রকাশ করিয়া বিতরণ ও বিক্রয়ের জন্য মজুদ করা হইবে ;

(৪) ওরিয়েন্টেলিষ্ট, খৃষ্টান পাদরী এবং অন্যান্য পণ্ডিতদিগকে উক্ত বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ ও ভাব-বিনিময়ের জন্য আহ্বান জানান হইবে ;

(৫) কনফারেন্সের সমগ্র কার্যক্রম এবং উহার সম্পর্কে সংবাদপত্রের অভিমত, পর্যালোচনা, রেডিও ও টেলিভিশনের বিবৃতি, ফিল্‌ম ইত্যাদিকে সংকলিত করিয়া ব্যাপকভাবে প্রচার করা হইবে, ইনশাআল্লাহ ;

(৬) মাননীয় চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব কর্তৃক এ বিষয়ের উপর নব প্রণীত একখানা গ্রন্থ শীঘ্র প্রকাশ করা হইবে ; ইনশাআল্লাহ।

ইংলণ্ডের জামাত আহ্‌মদীয়ার নির্বাচিত কমিটির পক্ষ হইতে উক্ত প্রস্তাব হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর খেদমতে অনুমোদন ও পথ-নির্দেশ এবং কনফারেন্সে হুজুর নিজে যোগদান করিয়া উহার উদ্বোধন করার এবং সেমিনারের সমাপ্তি অধিবেশনে লিখিত ভাষণদানের জন্য অনুরোধ জানানো হইলে, হুজুর (আইঃ) উহার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন ও বিভিন্ন বিষয়ে স্বীয় অতিমূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশাবলী দান করেন এবং কনফারেন্সে যোগদানের দাওয়াত মনযুর করেন। ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ উক্ত কনফারেন্সের সার্বিক সফলতার জন্য খাসভাবে দোওয়া জারী রাখিবেন। (বদর, কাদিয়ান) ১০ই নভেম্বর ১৯৭৭ইং

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

—(০)—

শুভ বিবাহ

(১) বিগত ১৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে বাংলাদেশ জামাতে আহ্‌মদীয়ার আমীর মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা মোসাঃ হাজেরা বেগমের সহিত সদর মুরুব্বী মৌঃ মহিবুল্লাহ্‌ সাহেবের জ্যৈষ্ঠ পুত্র মৌঃ মাহ্‌মুদ আহ্‌মদের শুভ বিবাহ আড়াই হাজার টাকা দেন মোহার ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

(২) বিগত ৭ই নভেম্বর চট্টগ্রাম অঞ্জুমান মসজিদে নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানাধীন গোপালপুর গ্রামনিবাসী জনাব মোহাম্মদ লকিয়ত উল্লাহ্‌র দ্বিতীয় কন্যা মিস আমতুল কাইয়ুম (টুটু)-র সাথে একই জেলার বেগমগঞ্জ থানার নোয়াগাঁও গ্রামের মরহুম জনাব আলী আকবর খাঁনের একমাত্র পুত্র জনাব জাফর আহমদের শুভ বিবাহ দশ হাজার টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

উক্ত উভয় বিবাহকে যেন আল্লাহ্‌তায়ালা বরকতপূর্ণ করেন এবং ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের জন্য কল্যাণজনক করেন সেজন্যে সকলের প্রতি খাসভাবে দোওয়ার অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

ঈদুল আয্হা উপলক্ষে

হযরত আমিরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর

প্রীতিপূর্ণ মোবারক বাণী

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর পক্ষ হইতে ঈদুল আয্হা উপলক্ষে বাংলাদেশের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির উদ্দেশ্যে তারযোগে প্রেরিত ঈদ মোবারক বাণী নিম্নে প্রদত্ত হইল :

Maulvi Muhammad,
4, Bakshi Bazar Road,
Dacca.

EID MUBARAK. May Allah bless you with his Love aud Grace.

Khalifatul Masih
15. 11, 77.

অনুবাদ :—মৌলভী মোহাম্মদ, ৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা,

ঈদ মোবারক। আল্লাহ্তায়ালা আপনাদিগকে তাঁর প্রেম ও কল্যাণে ভূষিত করুন।

খলিফাতুল মসীহ্
১৫-১১-৭৭

উক্ত বাণীর উত্তরে মোহতারম আমীর সাহেব নিম্নলিলিত তার বাণী পাঠাইয়াছেন :

Hazrat Khalifatul Masiah III, Rabwah,

Huzur Eid Mubarak Message.. I Reciprocate Eid Mubarak and Salam on behalf self and Jamat May Allah Glorify Huzur's Face.

Muhammad
18-11-77

অনুবাদ :—হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ), রবওয়া,

"হুজুরের ঈদ মোবারক বাণী পাইয়া প্রত্যুত্তরে আমি নিজের এবং জামাতের পক্ষ হইতে হুজুরের খেদমতে ঈদ মোবারক এবং সালাম জ্ঞাপন করিতেছি। আল্লাহ্তায়ালা হুজুরের মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় করুন।

—মোহাম্মাদ
১৮/১১/৭৭

রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমায়

হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আই:)-এর

সারগর্ভ ঈমানউদ্দীপক উদ্বোধনী ভাষণ

"খোদ্দামুল আহমদীয়া (আহমদী যুবকবৃন্দ) নিজেদের মোকাম ও মর্যাদা, উহার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করুন এবং তদনুযায়ী নিজেদের দায়িত্ব সমূহ সম্পাদন করুন।"

রবওয়া, ৪ঠা নভেম্বর—আজ পবিত্র শুক্রবার খোদাতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে খোদ্দামুল আহমদীয়ার তিন দিন স্থায়ী কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা তিন বৎসর বিরতীর পর আরম্ভ হয়। সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আই:) ইজতেমায়ী দোওয়া করাইবার পর এক অতীব সারগর্ভ ঈমান উদ্দীপক উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। হুজুর আহমদী খোদ্দাম বৃন্দের সামনে তাহাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মোকাম ও মর্যাদা এবং উহার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য প্রাঞ্জলভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের সেই সকল জিম্মাদারী, যাহা সৈয়দনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পবিত্র আবির্ভাবের মাধ্যমে উদ্ভুত মহান রূহানী বিপ্লবকে পূর্ণতাদানের এবং মানব জাতিকে 'উম্মতে ওয়াহেদা—একই মণ্ডলীভুক্ত করিয়া ইসলামের পতাকা'র নীচে সমবেত করার পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের উপর ন্যাস্ত হয়। হুজুর এই সালানা ইজতেমা চলাকালে বিশেষভাবে সদা দোওয়া, যিকরে ইলাহী এবং আঁ-হযরত (সা: আ:)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণে নিয়োজিত থাকার জন্যও খোদ্দামকে সবিশেষ নসিহত করেন।

এবার এই সালানা ইজতেমা জামে-মসজিদে-আকসার সুবিশাল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়, যাহা আকর্ষণীয় চাঁদোয়া, শামিয়ানা ও কানাত দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। হুজুরের উদ্বোধনী ভাষণ কালে পকিস্তানের দূর-দূরান্ত ও নিকটবর্তী সকল অঞ্চল হইতে আগত খোদ্দাম ও আতফাল ব্যতীত আনসারুল্লাহ্ (বয়:বৃদ্ধগণ)ও বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় যোগদান করেন।

উদ্বোধনী ভাষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

কুরআন পাক তেলাওয়াত, খোদ্দামের আহাদনামা পাঠ, ইজতেমায়ী দোওয়া এবং নযম পাঠ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সাড়ে তিন ঘটিকার সময় হুজুর তাঁর ইমান উদ্দীপক উদ্বোধনী ভাষণ দান আরম্ভ করেন। উক্ত ভাষণ সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে দেওয়া গেল :

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন : "যদিও প্রত্যেক বৎসরই খোদ্দামুল আহমদীয়া তাহাদের সালানা ইজতেমায় যোগদান করেন এবং এতদ্বারা তাহাদের উপর ন্যাস্ত জিম্মাদারী সমূহ তাহাদিগকে পুনঃ স্বরণ করানো হইয়া থাকে, তথাপি এবার এক দীর্ঘ বিরতি অন্তরায় হওয়ার কারণে তিন বৎসর পর এখন চতুর্থ বৎসরে এই ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইতেছে। অর্থাৎ এই ইজতেমায় নেকীর কথা শুনার যে সুযোগ সৃষ্টি হয় তাহাতে খোদ্দাম তিন বৎসর পর্যন্ত অংশ গ্রহণে অক্ষম থাকে।

হুজুর বলেন, এখন আমি আপনাদিগকে আপনাদের যে মোকাম এবং সেই মোকামের যে গুরুত্ব, তাহা আপনাদিগকে স্মরণ করাইবার চেষ্টা করিব। কেননা আপনারা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের মোকাম ও মর্যাদা এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের উপর ন্যাস্ত দায়িত্বাবলী সম্বন্ধে এবং সেই সকল দায়িত্ব পালন আপনারা যে অমর ও অনন্ত পুরস্কারের অধিকারী হইবেন, সে সম্বন্ধে অবহিত না হইবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হইতে পারে না। হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লয় এবং সেই প্রসঙ্গে তাহার করণীয় দায়িত্বাবলী উপলব্ধি করে, তাহার হৃদয়ে এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও স্প্রীহার সৃষ্টি হয়, যাহা তাহাকে শয়তানী আক্রমণ সমূহের বিপদ ও আশঙ্কা হইতে রক্ষা করে। সেজন্যই এইরূপ ব্যক্তি খোদাতায়ালার রহমতের ছায়ার নীচে সহাস্য বদনে, বিরুদ্ধ শক্তিগুলির চোখে চোখ মিলাইয়া ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের রাজপথে আগাইয়া যাইতে থাকে।

হুজুর বলেন, খাতামাল আম্বিয়া সৈয়দনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পবিত্র আবির্ভাবের সঙ্গে এরূপ এক মহান রুহানী বিপ্লবের বুনিয়াদ স্থাপিত হইল, যাহা পূর্বে কখনও হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও কখন ও উহার নযীর পাওয়া যাইবে না। এই বিপ্লব ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এমন কি সমগ্র জগৎ 'উম্মতে-ওয়াহেদা' - একমাত্র মণ্ডলীতে পরিণত হইয়া "রহমতুল্লিল আলামীন" (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম)-এর পতাকাতলে একত্রিত হইব রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর পবিত্র আবির্ভাবের দ্বারা এই বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল, তারপর তিন শতাব্দী (খাইরুল-কুরুন)-

শতবার্ষিকা আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জামায়াতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাত বার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহান ল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মাদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব আল্লাহ্র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইমুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬ ৮৭)

Published & Printed by Md. F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar